সংবাদ

তারিখ ... 02 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

‘অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা’, শিক্ষানীতি-২০১০ এবং ‘পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী’?

এ এন রাশেদা

পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেল ২৭ জুন ২০১৬ মন্ত্রিসভায় জেষ্ঠ্য সদস্যদের তীব্র বিরোধিতার মুখে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা-সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেছে। ফলে আগের মতোই পঞ্চম শ্রেণীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পিইসিই (Primary Education Cpmpletion Examination) ও অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা চলতে থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বৈঠকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাবটি আরও ব্যাপকভাবে পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার স্তর পরিবর্তনের এই বিশাল কর্মযজ্ঞ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা জানিয়েছে– কারণ এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবকাঠামোগত শিক্ষক নিয়োগ, প্রশিক্ষণসহ অনেক ধরনের কর্মকাণ্ড জড়িত। আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে অষ্টম শ্রেণীকে প্রাথমিকের পর্যায়ে আনলে– তার পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যক্রম কী হবে– এখনও তা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। নতুন কোন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করতে হবে কি-না; তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য নাই। হাতে থাকা ছয় মাসে কি একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম তৈরি করে নতুন করে বই প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা সম্ভব হবে?– ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অষ্টম শ্রেণীকে প্রাথমিকের আওতায় আনতে হলে দেশের ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও মানোন্নয়ন প্রয়োজন। এ-সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বেশির ভাগই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের উপযুক্ত কি না– সে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে। আবার বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে অবকাঠামো। আবার মাধ্যমিক পর্যায়টি এইচএসসি পর্যন্ত দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে বলতে হয়– এ সবই কেজো যুক্তি।

কারণ প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে কে বা কারা সমাপনী-শিক্ষা নামে অভিহিত করেছে বা করেছিল– বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর ১টি উদাহরণও কি আছে? আমাদের সংবিধানের ১৭নং ধারায় বলা হয়েছে ‘রাষ্ট্র’

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সব বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

মে ১৯৭৪-এ ড. কুদরাত-এ খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে পরিগণিত করে তাকে সার্বজনীন করতে বলা হয়েছিল। প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে-অবৈতনিক শিক্ষা চালু ছিল তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করা এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে তা ১৯৮৩ সালের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে বলা হয়েছিল। আরও বলা হয়েছিল উপরিউক্ত প্রস্তাব সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করতে হবে। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকলে ১৯৮৩ সালের মধ্যেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হতো। ২০১০ সালের শিক্ষানীতি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বা অবৈতনিক না বলে সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছে।

অবস্থাদৃষ্টে বলা যায় যে, এর জন্য স্কুলের কাঠামো এখনই ভাগ করার দরকার নেই। যে-স্কুলের যে অবকাঠামো সেভাবেও আপাতত চলতে পারে আবার প্রয়োজনে বাড়ানো যেতে পারে। বাড়ির কাছে যার যেখানে সুবিধা– বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সেসব স্কুলে পড়বে বিনা বেতনে; সেখানে পাবলিক পরীক্ষার কথা বলা হয়নি মোটেও।

সবচেয়ে বড় কথা হলো– শিক্ষকদের বেতন কাঠামো অনুযায়ী সব স্কুলের শিক্ষকদেরই বেতন দিতে হবে– এটি রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যেই পড়বে– যা সরকার পালন করবে। এ উপলক্ষে যে কাজটি দ্রুত করতে হবে– তা হলো সমস্ত স্কুল-কলেজকে এমপিওভুক্ত করা এবং বাজেটে বরাদ্দ রাখা। শিক্ষকদের বিনা বেতনে নিয়োগ দিতে চাইলে তো মেধাবীরা এ পেশায় আসবে না। ইতিপূর্বে যা করা হয়েছে– পাঁচ বছর বেতন দেয়া হবে না বলে প্রজ্ঞাপন জারি।

কোথাও যখন পঞ্চম শ্রেণীকে সমাপনী শিক্ষা হিসেবে বলা হয় নাই, আবার ২০০০ সালের শিক্ষানীতিতেও এই সমাপনী পরীক্ষার বিন্দুমাত্র আভাস নেই– তখন ২০০৯ সালে মন্ত্রিপরিষদে তা কিসের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল– যখন ২০১০ সালের শিক্ষানীতিই সংসদে গৃহীত হয় নাই। সত্যি তা আশ্চর্যের বিষয়; তা আজ অনুসন্ধানেরও বিষয়। যে-ঘটনাটি পুরো জাতিকে বোকা বানিয়ে ফেলেছে– কোচিং ব্যবসার প্রসার করে, প্রশ্ন ফাঁস করে কোমলমতি শিশুদের দুর্নীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, তাদের জীবনের সুকুমার বৃত্তি প্রস্ফুটিত হওয়ার সম্ভাবনাকেও পর্যুদস্ত করে তুলেছে– এরা কারা?

বর্তমানে সমাজ তথা সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় যে পচন ধরেছে– তা ঠেকাতে শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা কি উচিৎ। অর্থাৎ প্রাথমিকের নামে পঞ্চম শ্রেণীর শেষে এই পাবলিক পরীক্ষা শুরুর প্রাক্কালে যে-সব যুক্তি দিয়ে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল – তা শুনতে ভাল লাগলেও তার ফল সে পরিচয় দিচ্ছে না। কাজেই তা বন্ধের দাবি অযৌক্তিক নয়, যৌক্তিকই বটে। এই যৌক্তিকতা আরও যুক্তিযুক্ত হবে। কারণ – শিক্ষা আইন ২০১৩ যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইন সেল থেকে ওয়েব সাইটে (www.moedu.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছিল। এর নং ২। সংজ্ঞার (ছ) তে বলা হয়েছে ‘প্রাথমিক শিক্ষা’ বলিতে সাধারণ শিক্ষার এবং মাদরাসা শিক্ষার’ প্রথম শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বুঝাইবে’।

শিক্ষা আইন ২০১৩-এর সংজ্ঞায় প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যদি প্রাথমিক শিক্ষার পরিধি হয়ে থাকে– তাহলে পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী সার্টিফিকেট দানের যৌক্তিকতা আছে বলে শিক্ষাবিদ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকিরা মনে করে না। আর কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই মহাযজ্ঞের আয়োজন কার স্বার্থে?– যেখানে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ক্লাশে দেয়া যায় না অর্থের অভাবে? কাজেই ২৭ জুন মন্ত্রিপরিষদ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে– তা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করবে আর শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাগাড়ে পরিণত করবে– যা প্রতিনিয়ত সমাজে দুর্গন্ধই ছড়াবে। তাই সবিনয়ে বলতে চাই– ২০১৩ সালে তৈরি আপনাদের তৈরি করা শিক্ষা আইন– দয়া করে আপনারা মেনে চলুন।

[লেখক : সম্পাদক, শিক্ষা বার্তা; সাবেক অধ্যাপক, নটর ডেম কলেজ]

হাতে থাকা ছয় মাসে কি একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম তৈরি করে নতুন করে বই প্রণয়ন ও মুদ্রণ করা সম্ভব হবে?– ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অষ্টম শ্রেণীকে প্রাথমিকের আওতায় আনতে হলে দেশের ৬৪ হাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও মানোন্নয়ন প্রয়োজন। এ-সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষকদের বেশির ভাগই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের উপযুক্ত কি না– সে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দেবে। আবার বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে অবকাঠামো। আবার মাধ্যমিক পর্যায়টি এইচএসসি পর্যন্ত দেয়ার চিন্তা-ভাবনা চলছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণ করে বলতে হয়– এ সবই কেজো যুক্তি।